দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

জনমত

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হোক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরটি দেশের একটি বৃহত্তম দফতর হিসাবে পরিচিত। এ দফতরের আওতাধীন প্রায় ৩৮ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮১টি থানা শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৫৩টি পিটিআই, ৫টি বিভাগীয় অফিস ও একটি মৌলিক শিক্ষা একাডেমী রয়েছে। সর্বসাকুল্যে শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাসহ প্রায় তিন লক্ষ জনবল নিয়ন্ত্রণ করছে এই অধিদফতরটি। এদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করায় শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেকেরও বেশী ব্যয় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। কাজেই সব দিক বিবেচনা করলে এই দফতরের গুরুত্ব অন্যান্য অধিদফতরের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৮১ সনে দফতরটি আলাদা হওয়ার পর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের করুণায় শিক্ষা ভবনের ৫ম তলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। আস্তে আস্তে দফতরের জনবল বৃদ্ধি পেলে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ টাকায় অফিস ভাড়া করে দফতরের অধিকাংশ জনবল স্থানান্তর করা হয় এবং কখনো তোপখানা, কখনো কলাবাগান এবং কখনোবা ধানমন্ডিতে অফিস ভাড়া নেয়ার ফলে অফিস স্থানান্তর ও মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও ফাইল স্বাক্ষর করতে জ্বালানিসহ সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের জনবল নিয়ে শিক্ষা ভবনে স্থান সংকুলান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় বিধায় সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মিরপুর ২নং সেকশনের সাবেক (বিলুপ্ত) শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নামে বরাদ্দ করা হয়। ভবনটি সুন্দর মনোরম পরিবেশে এবং বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর চতুর্দিকে আছে সুন্দর বাউন্ডারী এবং ভিতরে আছে সরকারী আবাসিক ভবন। চত্বরের ভিতরের পরিবেশও খুবই মনোরম। ভবনের কাছাকাছি আছে বাস স্টেশন, মিরপুর পুলিশ স্টেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জার্মান টেকনিক্যাল, শিশু–পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও পোস্ট অফিসসহ দেশের প্রধান প্রধান অফিস ভবন। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। সব কিছু বিবেচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের জন্য ভবনটি একটি আদর্শ স্থান। সেপ্টেম্বর '৯২, থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আংশিক এবং ডিসেম্বর '৯২-এ ৭০% কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিরপুর ভবনে অফিস করতে শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষার চারজন পরিচালকের মধ্যে তিনজন পরিচালকই তাদের জনবলসহ মিরপুর ভবনে অফিস করেন। কিন্তু মহাপরিচালক সাহেব সামান্য কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে শিক্ষা ভবনেই অফিস করছেন। মিরপুর থেকে শিক্ষা ভবনের দূরত্ব প্রায় ১০ মাইল। প্রতিনিয়ত অফিসের ফাইলপত্র স্বাক্ষর ও চিঠিপত্র নিয়ে শিক্ষা ভবনে যাতায়াত করতে হচ্ছে মিরপুরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এতে সরকারের জ্বালানি খরচ বাবদ খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের ব্যাঘাত ঘটছে, প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে সরকারী গাড়ির। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, সাংগঠনিক স্বার্থ ও ফায়দা লুটার জন্য সামান্য কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিরপুরে অফিস স্থানান্তরের বিরোধিতা করছেন। এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ৯৫% কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন সম্পর্ক নেই। কিছুদিন পূর্বে অফিসের অধিকাংশ কর্মচারী অবিলম্বে মিরপুরে অফিস স্থানান্তরের জন্য মিলিতভাবে মহাপরিচালকের নিকট স্মারকলিপিও পেশ করেছেন। যেখানে এত সুযোগ–সুবিধা রয়েছে, অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী অফিস করতে শুরু করেছেন। সম্পূর্ণ অফিস স্থানান্তরের জন্য দাবী জানাচ্ছেন এবং সরকারীভাবেও স্থানান্তরের নির্দেশ আছে। সেখানে স্থানান্তর হচ্ছে না কেন তা বুঝতে আমরা অক্ষম। তাই বিষয়টির প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিবর্গ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশু অফিস স্থানান্তরের ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল কাসেম
২০২ হাতিরপুল, ঢাকা।